

প্রশিক্ষার্থীদের করা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ

চাঁদপুর

প্রশ্ন ১) ফোন হারিয়ে গেলে কি করবো?

উত্তরঃ চুরি-ছিনতাই হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া আপনার ফোনটি খুঁজে পেতে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করতে পারেনঃ

- ১) প্রথমেই যেটি করতে হবে, সেটি হলো আপনার নিকটস্থ থানায় জিডি করতে হবে। কারণ, স্মার্টফোন ও ফোনে থাকা সিম দিয়ে হয়তো অপরাধীরা গুরুতর কোনো অপরাধ করতে পারেন। এতে আপনার ওপর তার দায়ভার চলে আসতে পারে অজান্তেই। থানায় যোগাযোগ করে আপনার স্মার্টফোনের যাবতীয় তথ্য, সেটের মডেল নম্বর ও সিমের তথ্য দিয়ে কবে, কখন, কিভাবে ফোনটি হারিয়ে গেল, তা বিস্তারিত জানিয়ে জিডি করুন। জিডির সময় যে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করতে হবে তা হলো, ফোনটির আইএমইআই (ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল স্টেশন ইকুপমেন্ট আইডেনটিটি) নম্বর বা ফোনের সিরিয়াল নম্বর। জিডি করার পর একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা ফোনটি উদ্ধারের দায়িত্বে থাকবেন। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে যতটা সম্ভব ফোনটি খুঁজে পেতে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করুন।
- ২) হারানোর সাথে সাথে মোবাইল ফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের কলসেন্টারে ফোন করে সংযোগটি বন্ধ করে দেওয়ার (সিমকার্ড লক) চেষ্টাও করুন। এছাড়াও আপনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ এবং ফোনে থাকা ইমেইল আইডির পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন এবং স্টিংস অপশনে গিয়ে ডিভাইস থেকে লগ আউট করে নিন।
- ৩) ফোনে যে সিম ব্যবহার করবেন, তা অবশ্যই আপনার নামে নিবন্ধিত থাকলে আইনি সেবা পেতে সহায়তা করবে। আবার সরাসরি র‍্যাভ অফিসে যোগাযোগ করে লিখিত অভিযোগ করতে পারেন এবং হারিয়ে যাওয়া ফোনটি সম্পর্কে অবগত করে আইনি সহায়তা চাইতে পারেন। পুলিশ বা র‍্যাভ যদি ফোনসেটটি উদ্ধারে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা তারা করতে পারে। এছাড়াও প্রয়োজনে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারে।
- ৪) এছাড়াও বিটিআরসি, কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট, ৩৩৩ অথবা ৯৯৯ এ যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রশ্ন ২) কারো সাথে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক শেয়ার করা কি নিরাপদ?

না, ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক শেয়ার করা নিরাপদ নয়। কেননা আপনার শেয়ারকৃত ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে অপর কোন ব্যক্তি যেকোন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করতে পারে। এছাড়াও পাবলিক ওয়াইফাই এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে হ্যাকাররা আমাদের ডিভাইস থেকে তথ্য চুরি করার জন্য ওত পেতে থাকতে পারে। তাই যতটা সম্ভব নিজের ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক অপরের সাথে শেয়ার করা কিংবা ফ্রি পাবলিক ওয়াইফাই ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন ৩) আমি যদি কাউকে আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড সরবরাহ করি তাহলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে?

উত্তরঃ ফেসবুকের পাসওয়ার্ড অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয় বা এটি কারো সঙ্গে শেয়ার করা ঠিক না। এতে আপনার ফেসবুক আইডির নিয়ন্ত্রণ খুব সহজেই অন্য কেউ নিয়ে নিতে পারে। এক্ষেত্রে আপনার আইডির মাধ্যমে যেকোন ধরনের সাইবার অপরাধ সংগঠিত হবার ঝুঁকি রয়েছে। তাই যত কাছের মানুষই হোক না কেন, কখনোই তার সাথে আপনার ফেসবুক বা অন্য যেকোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড কিংবা ই-মেইলের পাসওয়ার্ড শেয়ার করবেন না।

কোন কারণে ফেসবুক বা অন্য যেকোন ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাসওয়ার্ড শেয়ার করা হলে-

- ১) সাথে সাথে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে ফেলুন।
- ২) আপনার আইডিতে 'টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন' সিস্টেম চালু করে নিন।

- ৩) অন্য সব ডিভাইস হতে আপনার আইডি লগ আউট করে নিন।
- ৪) সচেতনতার সাথে নিজের ফেসবুক, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড, ই-মেইল বা অন্য কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আইডি ব্যবহার করুন।
- ৫) নাম্বার, ক্যারেক্টার এবং চিহ্ন ব্যবহার করে নিজের ফেসবুকের বা অন্য কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিন।

প্রশ্ন ৪) ফেসবুক পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে পরবর্তীতে কিভাবে তাতে ঢুকতে পারবো?

উত্তরঃ আপনার ফেইসবুক আইডির পাসওয়ার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার পাসওয়ার্ড ভুলে যান, তবে ফিরে পাওয়ার জন্য মোবাইল ব্যবহার খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক।

এক্ষেত্রে মোবাইল ফোন নাম্বার ব্যবহার করতে না পারেন। তবে অন্য মাধ্যমও ব্যবহার করতে পারেন যেমন, ইমেইল। প্রত্যেকটা ফেইসবুক আইডি করার জন্য ইমেইল দরকার পড়ে। তাই আপনি চাইলে ইমেইল এর মাধ্যমে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

- ১) এর জন্য আপনি **Forgot Password** অপশনে গিয়ে আপনার ইমেইল/রেজিস্টার্ড ফোন নম্বর দিন।
- ২) আপনার ইমেইল /মোবাইল ফোন এ পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের কোড চলে আসবে।
- ৩) আর সেই কোড বসালেই ফেসবুক আপনার কাছে নতুন পাসওয়ার্ড চাইবে।
- ৪) আপনার নতুন পাসওয়ার্ড রিসেট করে দিন। এরপরে পরিবর্তিত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আপনি আপনার ফেসবুক একাউন্টে ঢুকতে পারবেন।

তবে যদি আপনি ইমেইল এর পাসওয়ার্ড ভুলে যান তবে আগে ইমেইল এর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে নিন। পাসওয়ার্ড ভুলে যাবার বিড়ম্বনা হতে বাঁচতে আপনার লগ ইন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ কোন একটি নিরাপদ ও গোপনীয় স্থানে স্টোর করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে আপনি তা খুঁজে পেতে পারেন।

প্রশ্ন ৫) বাংলাদেশে সরাসরি ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করা না গেলেও অনেকেই VPN এর মাধ্যমে ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করে থাকে। এটি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছেনা কেন?

উত্তরঃ ডার্ক ওয়েব হল ইন্টারনেটের ওই অংশ যেখানে প্রচলিত উপায়ে আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না। এখানে প্রচলিত ব্রাউজারগুলো ব্যবহার করে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এখানে প্রবেশ করতে গেলে আপনাকে বিশেষ সফটওয়্যার এর সহায়তা নিতে হয়। বিশ্বের অনেক দেশ আছে যেখানকার অনলাইন সেন্সরশীপ খুবই কড়া। এর ফলাফলস্বরূপ ভিন্নমতালম্বিদের এমন এক ব্যবস্থা বেছে নিয়েছে যেখানে সরকার তদারকি করতে পারবে না। আর এভাবেই উৎপত্তি হয়েছে এই ডার্ক ওয়েবের। সাথে সাথে এটা প্রলুব্ধ করেছে ওই সমস্ত অপরাধীদের যারা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে মূলধারার ইন্টারনেট জগতে আসতে সাহস পায় না।

ডার্ক ওয়েব এর দুর্বোধ্য সিস্টেমের কারণেই এই সমস্ত নেটওয়ার্ক সব সময়ই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। প্রচলিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একে ট্র্যাক করা যায়না বিধায় অনিয়মের ভেতরেও এই ধরনের ব্যবস্থা চলে আসছে। তাছাড়া চিরকালই সাইবার সন্ত্রাসীরা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো থেকে একধাপ এগিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রচলিত সারফেস ওয়েবে **IPv4** ব্যবহার করা হলেও আন্ডারগ্রাউন্ডের মোটামুটি সব সাইটই **IPv6** ব্যবহার করছে।

তবে **VPN** ব্যবহার করে এসব ওয়েব সাইটে প্রবেশ করলে যেহেতু কোন ট্র্যাক থাকেনা তাই অনেকেই তা ব্যবহার করেন। কিন্তু এটা উচিত নয়। যেহেতু ডার্ক ওয়েব বে আইনী কাজে ব্যবহার করা হয় এবং এখানে সব শক্তিশালী হ্যাকাররা ওত পেতে থাকে তাই ডার্ক ওয়েব সাইটে প্রবেশ না করাই নিরাপদ।

প্রশ্ন ৬) আমার ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক হয়েছে কিনা তা কিভাবে বুঝবো?

উত্তরঃ হ্যাকারদের হামলায় অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ফেসবুক। ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গেলে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। কারণ একাউন্ট হ্যাক হওয়া মানে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য অন্যের হাতে চলে গেছে। এসময় অস্থির না হয়ে ঠান্ডা মাথায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে আইডি হ্যাক হয়েছে কি-না এ বিষয়ে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে।

আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে কিনা তা জানতে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে-

- ১) প্রথমে সেটিংস-এ ক্লিক করুন।
- ২) সেখান থেকে সিকিউরিটি এন্ড লগ ইন > হোয়ার ইউআর লগড ইন — অপশনে যান। এখানেই আপনি যাবতীয় তথ্য পাবেন। যদি দেখেন আপনি ওই একই সময়ে লগ-ইন করেননি তবে বুঝবেন আপনার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭) সাইবার হামলার শিকার হবার কারণ কি?

উত্তরঃ সাইবার হামলার শিকার হবার কারণসমূহ-

যেসব কারণ সাইবার হামলার শিকার হবার জন্য সহায়ক বলে বিবেচিত তা নিম্নরূপঃ

- ১) সচেতনতার অভাব,
- ২) সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞানের অভাব,
- ৩) যাচাই-বাছাই না করে যেকোন অপরিচিত লিংকে প্রবেশ করা,
- ৪) অপরাধীর প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা,
- ৫) গতানুগতিক পদ্ধতিতে অপরাধ সংঘটনের সুযোগ ও ক্ষেত্র কমে যাওয়া,
- ৬) সমাজে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার,
- ৭) এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ঝুঁকি কম থাকা,
- ৮) অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে জটিলতা,
- ৯) প্রচুর আর্থিক লাভের (Monetary Gain) সম্ভাবনা,
- ১০) কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের অসতর্কতা ও অদক্ষতা,
- ১১) সাইবার অপরাধ কে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে অপরাধ সংক্রান্ত আইনের অপরিপূর্ণতা,
- ১২) প্রকৃত অপরাধী নির্ণয়ে সমস্যা।
- ১৩) অপরাধের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দুর্বলতা,
- ১৪) কিছু কিছু সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে অনাগ্রহ ইত্যাদি প্রধান কারণ সাইবার অপরাধ সংঘটনের।

প্রশ্ন ৮) সাইবার অপরাধকে কখন সাইবার যুদ্ধ বলা হয়?

উত্তরঃ একটি দেশের হ্যাকার কর্তৃক অপর একটি দেশের ওয়েবসাইট হ্যাক হওয়ার সূত্র ধরে পাল্টা বা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অপর দেশের হ্যাকাররাও সংশ্লিষ্ট দেশের ওয়েবসাইটসহ হ্যাক করতে পারে। এটি অনেকটা সম্মুখ যুদ্ধের ন্যায় আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের ধারায় চলতে থাকে বলে এধরনের অপরাধকে সাইবার যুদ্ধ বলা হয়। যেমন বাংলাদেশ ভারতের হ্যাকারদের সাইবার যুদ্ধ, যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া অথবা যুক্তরাষ্ট্র-চীন এর মধ্যে চলমান সাইবার যুদ্ধ। এধরনের যুদ্ধ প্রায়শই আন্তর্জাতিক রূপ নেয়।

প্রশ্ন ৯) স্ক্যামিং কী?

উত্তরঃ স্ক্যামিং হচ্ছে একধরনের অনলাইন প্রতারণার ফাঁদ যার মাধ্যমে অপর ব্যক্তির পরিচয় বা ফোন নম্বর নকল করে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারণা বা জালিয়াতি করা হয়।

প্রশ্ন ১০) হ্যাকিং এর শিকার হলে কি করবো?

উত্তরঃ হ্যাকিং এর বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথেই আপনার ই-মেইলের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন অথবা রিকভার করে ফেলুন। এছাড়াও আপনার ফেসবুক আইডি হ্যাক হলে www.facebook.com/hacked লিংকে গিয়ে রিপোর্ট করতে পারেন। আপনার ই-মেইলের মাধ্যমে অপরাধমূলক কোনো কার্যক্রম সংগঠিত হলে তা নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরীর মাধ্যমে অবহিত করুন। ফেসবুকে কারো অনধিকার প্রবেশে হয়েছে মনে হলেই আইডি ও পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া প্রতি দুই মাসে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা উচিত বলে তারা মনে করেন।

হ্যাকিং থেকে বাঁচতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মনে রাখতে হবে-

- ১) শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা এবং প্রতি তিনমাস অন্তর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা।
- ২) লাইসেন্সড এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করা।
- ৩) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা।
- ৪) কারো প্ররোচনা বা প্রলোভন বা অনুরোধে নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ব্যাংক একাউন্ট, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড বা অনলাইন ব্যাংকিং সংক্রান্ত গোপন তথ্য বা পাসওয়ার্ড বা পিন শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা।